বিবৃতি

তারিখ-১ জুলাই,২০১৭

আজকের (১লা জুলাই) স্থানীয় 'স্যন্দন পত্রিকার' প্রথম পৃষ্ঠায় 'রোজভ্যালি কান্ডে সি বি আই'র ফাঁদে গৌতম দাস সহ অনেকে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি আমার নজরে এসেছে।

প্রকৃত তথ্য হলো ঃ

গত ১৫ জুন দুপুরে সি বি আই'র কলকাতা অফিসের একজন ইন্সপেক্টর আমার সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করে আমার সময় ও সুবিধামতো স্থানে রোজভ্যালি মামলার বিষয়ে কথা বলতে চান। আমি পরদিন অর্থাৎ ১৬ জুন দুপুরে ডেইলি দেশের কথা অফিসে তাঁকে আসতে বলি। অফিসারটি আমার ই মেল ঠিকানা জেনে নেন এবং কয়েক ঘন্টা পর আমার ই মেলে সি আর পি সির ১৬০ ধারায় সাক্ষী হিসেবে নোটিশ পাঠান।

১৬ জুন দুপুরে সি বি আইর কলকাতা অফিসের একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং ইন্সপেক্টর ডেইলি দেশের কথা অফিসে এসে আমার সাথে দেখা করেন এবং কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। আমি সে সব প্রশ্নের জবাব দেই। সে সময় আমার আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। এক ঘন্টার মতো কথাবার্তা শেষে সি বি আই ইন্সপেক্টর লিখিত সার্টিফিকেট দেন আমি তাঁদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছি।

স্যন্দন পত্রিকার প্রতিবেদনে সি বি আই অফিসাররা 'দু' দুবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে যা লেখা হয়েছে তা পুরোপুরি অসত্য।

আমি এটা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই রোজভ্যালি বা অন্য কোন চিটফান্ডের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। 'স্যন্দন পত্রিকা'র প্রতিবেদনের শিরোনামটিই মানহানীকর।

আমি ও আমার আইনজীবী সি বি আই অফিসারদের সাথে কথাবার্তা সম্পর্কে অন্য কাউকে অবহিত করিনি। স্যন্দন পত্রিকা এটা জানলো কোথা থেকে? স্যন্দন পত্রিকা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমাকে এবং আমার পার্টি সি পি আই (এম)-কে জনসমক্ষে হেয় করার জন্য বিকৃতভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।

স্যন্দন পত্রিকায় আমাকে জড়িয়ে কুৎসামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি।

গৌতম দাস

(গৌতম দাশ)
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি
সি পি আই (এম)

প্রতি
বার্তা সম্পাদক/সংবাদ প্রতিনিধি

, আগরতলা

উপরের বিবৃতিটি প্রচার/প্রকাশের জন্য পাঠানো হলো।

গৌতম দাস

(গৌতম দাশ)
১লা জুলাই,২০১৭, আগরতলা